Kalpurush

O Pahari Moinaguli

Gargi Bhattacharya

COPYRIGHTED MATERIAL

কালপুরুষ ও পাহাড়ি ময়নাগুলি

গার্গী ভট্টাচার্য

মাননীয় প্রীতিশ নন্দীকে,

ওনার সঙ্গে আমার জন্ম জন্মান্তরের সম্পর্ক ।

প্রীতিশ নন্দী একজন সত্যিকারের শিল্পী মানুষ
এবং এই ভেজালের যুগে খাঁটি চরিত্রের লোক ।

সাহায্যের জন্য হাত বাড়িয়েই আছেন ।

Faith is the bird that feels the
light when the dawn is still dark .

---Rabindranath Tagore

My website :

www.gargiz.com

হিন্দু পুরাণে বলা আছে যে আমাদের সপ্তর্ষি মন্ডলের সাতজন ঋষি হলেন অত্রি, ভরদ্বাজ, গৌতম, জমদগ্নি , কাশ্যপ, বশিষ্ঠ এবং বিশ্বামিত্র ।

এর সম্পর্কে মতভেদ আছে । অন্যান্য ধর্ম যেমন জৈন ও শিখ ধর্মেও নাকি এদের কথা বলা আছে । এদের মধ্যে বশিষ্ঠ ও আরেকটি স্বল্প দেখা তারা অরুন্ধতী নাকি যমজ তারা ও বিবাহিত । তাদের নিয়ে মহাকাশ বিদেরাও লেখাপড়া করেন ।

ওদের বলা হয় মিজার ডবল ।

আমি এর বেশি তাত্ত্বিক আলোচনায় যাচ্ছি না কারণ আমি কবিতা রচনা করতে বসেছি গদ্য লিখতে নয় । আমার উদ্দেশ্য হল এই ঋষিগণের পত্নীদের নিয়ে কবিতা লেখা । হয়ত পাঠকের মন মাতাবে ।

সর্বপ্রথমে আমি মুণিগণের স্ত্রীদের নামগুলি লিখে দিই তাহলে পাঠকের বুঝতে সুবিধে হবে ।

অত্রি=অনসূয়া

ভরদ্বাজ=সুশীলা

জমদগ্নি = রেণুকা

বশিষ্ঠ= অরুন্ধতী

গৌতম= অহল্যা

বিশ্বামিত্র = মেণকা , রম্ভা , মাধবী ।

কাশ্যপ= অদিতি, দিতি, দনু, কদ্রু, কাষ্ঠা ,

অরিষ্টা , সরমা, ইরা, মুনি, ক্রোধাভাষা, তামরা,

সুরভী, তিমি, বিণীতা, পতঙ্গী, যামিনী, সুরশা ।

এবার আমি একে একে এই মহিয়সী নারীদের নিয়ে কাব্য রচনা করবো ।

অনসূয়া

অত্রি মুণির ছায়া

কালজয়ী অনসূয়া ।

সতী , ঋদ্ধ হন পরম পতী

সতী নারী হিংসা বর্জিতা ।

শিব ব্রহ্মা নারয়ণের মাতা ।

হয় সতীত্বর অগ্নিপরীক্ষা ,

বস্ত্রহীনা অনসূয়ার সামনে দেবাদিদেবগণ ,

ত্রিলোকের ত্রিদেব পরিণত হল

কোলের শিশুতে। মাতৃদুগ্ধ পানরত ক্ষুদ্র জ্যোতি ।
এসবই অনসূয়া দেবীর মস্তিষ্ক প্রসূত ।

স্বয়ং পার্বতী ও লক্ষ্মী , সরস্বতী

ক্ষমাভিক্ষা করেন , হয় দেবতার আরতি ।

তবে নারীরূপী হংসমিথুন বুদ্ধিশালিনী নয় ? এগুলি কারা কয় ?

সুশীলা

ভরদ্বাজ মুণির জায়া বড় সু-শীলা

মুণিবর যদিওবা তারে করেন বিয়া

ঘৃতাচি এক অপ্সরা স্বর্গে বাস তার

কি যে মধু বয়ে যায় অঙ্গে, রং বাহার

মুণিবর মুগ্ধ হন ঘৃতাচির রূপে

সুশীলা তবু ঘরণী , ঘর করেন সুখে ।

ক্ষত্রিয় এই নারী- মাতা হন ঋষি গর্গের

ছিলেন বড় সেবাপরায়ণ ও পুষ্পার্ঘ্যে।

ভরদ্বাজ ঋষি বাস্তববাদী ভীষণ, হলেও মুণি

ভেষজ চিকিৎসার ছিলেন দারুণ খনি

এমন সব ঔষধি লিখে যান লিপিতে

ইদানিং সেসব সংহিতা থেকে আসছে ঝাঁপিতে ।

রেণুকা

পরশুরামের মাতা রেণুকা দেবী

পতি পরমেশ্বর তার ঋষি জমদগ্নি এমনই ছবি ।

বিষ্ণুর ষষ্ঠ অবতার এই পরশুরাম

তার কুঠারের আজ নিলামে বলো কত হবে দাম ?

রেণুকা পুজিতা হন ইয়ালাম্মা রূপে, দ্রাবিড়ে

আলিবাগে পদ্মাক্ষী রেণুকা আর মারিয়াম্মা, গঙ্গাম্মা

নামে ডাকে ভক্তগণ অসংখ্য পুণ্য তীরে ।

আষাঢ় মাসে পড়ে পূজার তিথি

অখন্ড জ্যোতি জ্বেলে হয় সব রীতিনীতি ।

তুঙ্গভদ্রায় সিনান সেরে দেবী স্নিগ্ধ হন রোজ প্রাতে

অমরাবতীতে ইনি একবীরা আবার জগদম্বা হন
একই সাথে ।

অরুন্ধতী

বশিষ্ঠ ও অরুন্ধতী আকাশে দুই তারা

ওঁরা নাকি যমজ, উজ্জ্বল গোলকেরা ।

বিবাহের আগে তাদের দর্শনে

পূর্বরাগের মিলনতিথি শুভ শুভ হয় ।

সপ্তপদীর পরে অরুন্ধতী দেখা

কপালে আঁকে রাজতিলক যদি হয় তা ফাঁকা ।

এই রমণী ছিলেন এক মহামানবী

সপ্তর্ষির মতই পান মান ; যেন এক নবী ।

কর্মী মৌমাছির মতন কেজো নারী হলেও

ছিলো তাঁর এক শত কোল ভরা ছেলেও ।

ঋষিবর বিশ্বামিত্রের শাপে সন্তানেরা মরে

তবুও আরো শাখাপ্রশাখায় ডালপালা ভরে ।

অরুণের আলোয় ধোয়া সতী-অরুন্ধতী

ব্রহ্মার মানসকন্যা উনি চির আয়ুষ্মতী

দেখা গেলে তাঁকে একবার, যুগলবন্দী সময়

বৈধব্য যেন কোনো বধূকে না ছোঁয় ।

অহল্যা

দেবরাজ ইন্দ্র হল আধুনিক যুগের ইলন মাস্ক, সেক্সি বয় ;

মহাজগতের সমস্ত রূপবতী নারীদের ভোগের

অধিকার কেবল এই দেবেশের আছে বলে ধরা হয় ।

মহাঋষী গৌতমের পত্নী রূপসী অহল্যা ছিলেন

ব্রহ্মার মানসপুত্রী । এমন সুন্দরী বালা তখন আর দুটি নেই, উনি পরীর দেশের যাত্রী । ঋষিবরের ইনি ছিলেন বৃদ্ধস্য তরুণী ভার্যা । ইন্দ্রের ছলনা বুঝেও এই নারী ধরলেন চটুল তর্জা । ওয়ান নাইট স্ট্যান্ডে লিপ্ত হন ও পতিদেবের অভিশাপে পরিণতি পান-- চৈতন্য স্বরূপ একটি প্রস্তরে, যা ছিলো কালের গহ্বরে ।

কিন্তু ঋষির স্ত্রী তো বটে ! তাই অল্প ক্ষমাও জোটে ।

শর্ত হল ভগবান বিষ্ণুর অবতার রাম ; এসে তাঁকে নিয়ে যাবেন মুক্তিধাম। হলও তাই ।

অহল্যার জন্ম হয় জল থেকে, উর্বশীর দর্পচূর্ণের হেতু । বলো আয়না , কে বেশী রূপবতী ? অহল্যা না উর্বশী ? কে রাহু আর কেইবা কেতু ?

সারাংশ হল , যেই হও ও যাই করো ;ঐশ্বরিক স্পর্শ পেলে নরখাদকও আলোর সন্ন্যাসী পাখি হতে পারে ।

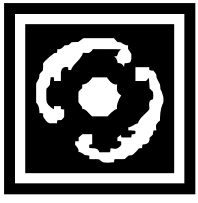

মেণকা

ঋষি বিশ্বামিত্রের ধ্যান ভঙ্গ করতে

মেণকার আগমন

আর শকুন্তলার জন্ম ।

এগুলো পুরাণের কোণায় কোণায় ।

কিন্তু প্রেমিকাকে শাপ দিলো ঋষি রাঙা পুরুষ !

এমনও কি হয় ?

কারণ মেণকা অপ্সরা হলেও

মুণির মনে রং বর্ষা ও হিল্লোল তোলে

যার কোনো সীমারেখা ছিলো না

হয়ত সেই তরঙ্গে পুড়ে গিয়ে ঋষি আকরিক হয়

যদি সংসারে জড়াতে হয় সেই ভয়

হল মেণকার নিদারুণ পরাজয় ।

রম্ভা

রম্ভাও এসেছিলো বিশ্বের মিত্রের কাছে

অপ্সরার প্রতি দূর্বল মন নিয়ে ঋষি

জপতপ ভুলে ডোবেন নিয়মিত প্রেমের আবেশে ।

কমন্ডলু ও চিমটে আকাশে তুলে

বিশ্বামিত্র যান সব ভুলে ।

কিন্তু রম্ভা সনে জমলো না হৃদয়ের উষ্ণ বরফ

একদিন গলে গেলো সমস্ত মধুর রস ।

রম্ভাকে কাঠগড়ায় দাঁড় করান মুণিবর

সাপিনীকে পোষ মানানোর বদলে

যেন লৌহবর্ণ হয় রম্ভার পলাশ যোনি

এমনই ক্রোধিত হন এই মুণি ।

মাধবী

রাধার আরেক নাম মাধবী

বসন্তের মতন আলোময় সে ; এক অপরূপ কন্যা

মাধবের মাধবী ; **কিন্তু এই মেয়ে সেই মেয়ে নয়।**

এক যে ছিলো রাজকন্যা -নাম ছিলো তার মাধবী

তার পিতা জরাগ্রস্ত রাজা যযাতি ।

মাধবী ছিলো রত্নগর্ভা, রাজমাতা হওয়া ছিলো তার বিধিলিপি-- সেই সুযোগ নিয়ে পিতা তাঁকে করে বিনিয়োগের খেলায় যুক্ত যেন এই নারী এক কপি । মানবী নয় । দ্রৌপদী না হলেও কতকটা সেরকমই মনে হয় । নারীকে নিয়ে পাশা খেলার অন্য ধরণ ।

বিবাহ নাহলেও বারবার গর্ভিনী হয় পিতার আদেশে ---ধরে পিতার চরণ । ঋষি বিশ্বামিত্র ছিলেন তাঁর এক রাতের সখা ।অশ্বমেধ যজ্ঞের মতন কিছু ঘোড়ার বিনিময়ে ; গর্ভবতী এই নারী দেন রাজপুরুষের জন্ম ও তারা নরেশ হয় সঠিক সময়ে । কুকর্মের কারণে যযাতি স্বর্গে স্থায়ী না হন তখন মাধবী দেবীর কারণে তাঁরই বিবাহ বহির্ভূত

রাজা ছেলেরা ভাগ করে নেন-- **পিতামহের কর্মভার । রাজা যযাতি এরপর পান পরশ- ক্ষমার ।**

পুত্র হবার পরে, মাধবী দেবীর বিবাহের আয়োজনে ব্রতী হলে রাজা রাণী, রাজকুমারী হয়ে যান এক যোগিনী ।

তাই ধীর ধীরে তাঁর যোগে উন্নতি হয় ও ক্ষমার শক্তি ও স্পর্শ অচিরেই মনে গতি পায়।

যোগিনী মাধবীর সাথীরা কেউ সাগ্নিক সপ্তপদী নয়,

তবু এই সুরূপাকে কেউ করেনা অভিশপ্ত বা পায়না ভয় ।

অদিতি

অদিতি মহিয়সী নারী

সমস্ত দেবতাদের মা তিনি

দৈত্যের নন কারবারী

দেবতারা কি সবাই নিঁখুত ?

পুরাণ ঘাঁটলেই দেখবে

তাদেরও শত শত ছিদ্র, শোনো বলি এক গল্প

দেবরাজ ইন্দ্রের দেহ নাকি শত শত যোনিতে ভরে যায়, হায় হায় হায় হায় । দেবতাও পাপ করে আর সময়ের কোপে মরে ।

তাই অদিতি জব্দ রাহুর কাছে তবেই কেতু আসে !

দেবতারও ওপরে আছেন মহাপুরুষ

তাদের দিকে নিয়ে যান দেবর্ষি নারদ- নন মানুষ ।

সেরকমই একজন ভগবান নারায়ণ

সেখানেই অমৃত- চিরশান্তি

নেই কোনো মন উচাটন ।

দিতি

দৈত্যের মা দিতি

বিশাল তাদের দেহ

এরকমই শুনেছি

জীবন তরী বেয়ে ,

তবু তো মা যে দিতি নামের মেয়ে

দৈত্য হলেই বা কি ?

তারই তো দেহের অংশ তারা

দিতির কাছে চোখের মণি

না জানি কোন সন্ধি ক্ষণে

মধুজোছনায় দিতির আঁচলে মায়া জাল বুনি ।

দৈত্য বলি আমরা মানুষ , দিতির কাছে তারা আদরের ফানুস । তাদের শক্তিমান করাই ওঁর কাজ । এই না হলে মা ? ক্রুরলোচনা, ঈর্ষান্বিতা দিতি , যৌনলালসায় মত্ত হয়ে জন্ম দিলেন হিরন্যকশিপু ও হিরণাক্ষের ।

দুই দানবের ত্রাসে কাঁপে ত্রিভুবন।

আবার এই কলহপ্রিয়া রমণীই মরুতের মাতা; ইন্দ্রকে ধ্বংস করাই যাদের জনমের কারণ। সহোদরা অদিতির সন্তানের সাথে নিয়মিত যুদ্ধ দিতির কর্মযোগ।

আমেরিকা ও ইরানের মতন; উলু খাগড়ার চরম ভোগ।

এই নিয়েই দৈত্য মাতা দিতির লগ্ন কাটে রোজ ভোরে! পিতা দক্ষের প্রাসাদ থেকে অনেক অনেক ক্রোশ দূরে, কাশ্যপ মুণিবরের অঢেল আদরে।

দনু

দানবের মাতা দনুর এক শত সন্তান

নেপালে দনু নদীও একই সঙ্গে বহমান

দনুর কর্মকান্ড বড় মায়াময়

দিতির মতন দনু হয়ত বা ততটা হিংস্র নয়

প্রতিটি পুরাণ ও মাইথোলজি বলে

নব নব গল্প

কোনটা সত্য কোনটা অসত্য তা জানে পন্ডিতেরা

আমি জানি অল্প ।

মায়াজালে মোড়া জগৎ ; তাতে দানব অনেক

দনুর গর্ভজাত তারা নয় অল্প কয়েক ।

বৃত্র সবার ওপরে আসে এই লম্বা লিস্টে

আরো অনেক নামজাদা দানব আছে দুনিয়ার যত্তো
অনাছিস্টে । জীবিত না থাকলেও তারা আছে
মায়াপাতা জুড়ে , উইকিপিডিয়ায় ক্লিক করলেই
পাবে হদিস্ , আসবে তেড়ে ফুঁড়ে ।

কদ্রু

তক্ষক , শেষনাগ ও বাসুকির মাতা

কদ্রু হল দক্ষ কন্যা মতভেদে তার দৌহিত্রি যথা ।

কুচক্রী এই নারী বোন বিণীতার সাথে

কলহ প্রিয়া হয় দিবসে ও রাতে ।

বিণীতার দুই শাবক গরুড় ও অরুণ

সূর্যের সারথী ও পক্ষী, বড় অন্য ধরণ ।

দুই বোনে চলে যুদ্ধ সারাটা জীবন

একবার অবশ্যি কদ্রু করে নদীরূপ ধারণ

বিণীতাকে দাসী করে কদ্রূ নানান ছলনায়

নিজেরই সর্প পুত্রদের অভিশাপ দেয় ।

এমন রমণী যদি ঋষি জায়া হয়

নাগ মাতারে কেন তবে না পাবে লোকে ভয় ?

মেয়েরা বর্ণালী নয় আছে সবরকম

কর ঐ কদ্রু , রম্ভা কিংবা দিতির বাগিচা চয়ন ।

কাষ্ঠা

পশু যত জগতের পায়ে তাদের ঘুঙুর

তোমরা বলো আঙুল, নখ অথবা অন্য কিছুর সুর । এরা সবাই হলো কাষ্ঠা মহিষীর সন্তান

নিজ দুগ্ধ পান করিয়ে পশুপালন করেন দক্ষ কন্যা কাষ্ঠা সুঘ্রাণ ।

ঋষির পত্নী হলেও তিনি হয়ত বা আলেয়া

নাহলে কিরূপে হন মা অশ্ব , টশ্ব বা হরেক রকম বা ?

আমরা করি পশু পালন শখে কিংবা প্রয়োজনে ,

কাষ্ঠা রমণী যিনি তাঁর কোল আলো করে আসে এরাই আপন মনে ;

মা বলে ডেকে ওঠে ঘোড়া , গাধা , মোষ

নির্মলা কাষ্ঠা বলেন , গন্ধলেবুর সরবৎ খাবি ?
বোস বাবা বোস !

অরিষ্টা

মুণি পত্নী মাতা হন অসংখ্য গন্ধর্বের

সঙ্গীত মুখর বুঝি বাস ভবন তাদের

বৌমারা সকলে , তারা গান্ধর্বী

কেউ কেউ অসবর্ণ বিবাহ করে

ঘরে আনেন অপ্সরা বধূ বুঝি ।

গল্প কথা যাইহোক এরা সুরে ভরা জীব

অরিষ্টা জননী তাদের রং বাহারী স্বর্গের গায়ক

জাদুকরী , মনোলোভা অতীব ।

সরমা/ সরসা

মাতা এই বর্ণিল নারী

রক্ষকূল প্রতি জনের

বালগোপালের বিষ দুগ্ধ পানের সেই গল্প

কে না জানে ? মারা গেলো তাতে পূতনা রাক্ষসী

সরমা মতভেদে সরসা ছিলেন তারই প্রপিতামহী বা জেঠি ।

রাক্ষসের কুকর্মের কথা কে না জানে ?

কিন্তু কেন এমন হয় কেউ কি তা শোনে ?

জন্মের সময় কালচক্রে আকাশের নক্ষত্র

ছিলোনা শুভ মূহুর্তে ছিলো যত্র তত্র ।

এমন অশুভ থেকেই এলো রাক্ষস রাক্ষসী

সরমা লাজনম্রা , জলে ভরেছে নয়ন সরসী ।

ইরা

ইরাদেবী জন্ম দেন সবুজের কণা

গাছপালা , লতাপাতা , শিকড়ের ফণা ।

কাশ্যপ মুণির কাজ দুনিয়াকে সাজানো

এই স্ত্রী গড়ে দিলেন সতেজ ফসল মাঠে ভরানো ।

অপূর্ব দেখতে ইরা , সেই নাড়ী ইড়া-পিঙ্গলা নন

ইরাবতী নদীর মতন চির স্নিগ্ধা হন ।

সবুজাভা না থাকলে কি পৃথিবীটা বাসযোগ্য হতো

আমি তুমি কোথা যেতাম ,লেখাই বা কে পড়তো ?

মুনি

রূপসী অপ্সরার মাতা হন পত্নী মুনি

মুনির পতির নাম কাশ্যপ মুণি

এ কেমন গোলকধাঁধা বলো পাঠক ভাই

মহাজগতের অঙ্ক সমাধানে আমি খাবি খাই ।

এই ঋষি ঐ ঋষি নানান তত্ত্ব বলেন

সুপত্নীর গর্ভে তারা ঔরস স্থাপন করেন ।

সেই পবিত্র বন্ধন থেকেই আসে নানান প্রজাতি

সংঘাতে সংঘাতে তারাই দেব, দানব, অসুর ও

মহাকাশের অধিপতি ।

অপ্সরার মাতা যিনি অপূর্ব দেখতে তিনি

এমনই কি ভাবছো ? তাহলে শোনো এসব কিছুই
আমি এখনও না জানি ।

অপ্সরা হল এক আলোর পরী

মাতা তাদের মুনি রাণী হয়ত রহস্যমোড়া তরী ।

ক্রোধভাষা

নাম শুনেই বুঝেছো নয় মোটেই সরলা

ক্রোধভাষা এই নারীর সন্তানেরা গরলে ভরা ।

বিষাক্ত যত সাপ, বৃশ্চিক ও হাবিজাবি

সবারই মাতা ইনি দেবী তো নন এক ভয়াল ছবি ।

পূতনার মতন নিজ সন্তানদের ধরে করান মাতৃদুগ্ধ পান , বিষের ছোবল দিলেও তাদের মায়ের দুধ

অমৃত সমান । দুই স্তন থেকে বয় কেবল অমৃত ;

জানিনা ক্রোধভাষা কেন নিলেন এই দায়িত্ব ।

হয়ত তিনি খুবই রুষ্ট , শনিচরী মেয়ে,

এক একজন দেবী থাকেন সদা রুষ্ট হয়ে

বিষের ছোবল দেন অকাল কুষ্মান্ডদের

নীলকন্ঠ সমাজ দায়ী করেন এদের।

ইনিও হয়ত বা সেরকমই ঋষি পত্নী

তাই আজ ক্রোধভাষা বিষধরের জননী ।

তামরা

তামরা কন্যা যিনি তমসা তো নন

ঈগল, শকুন , প্যাঁচার মাতা তিনি হন ।

কাশ্যপ জায়া এই নারী অদ্বিতীয়া

এমনসব আশ্চর্য পক্ষী দেখলে কেঁপে ওঠে হিয়া ।

ঈগলের কি তেজ ভাবো আর প্যাঁচার দৃষ্টি শক্তি

এমন সন্তান যাঁর তাঁর অন্তরে কোমল এক দীপ্তি

ছড়িয়ে পড়েছে সমস্ত শাবকের ওপরে

মায়ের কাছে কিইবা বিভেদ শকুনে আর শবরে ?

সুরভী

সুরভীর ছেলেপুলে দুগ্ধপোষ্য শিশু

নাম তাদের যাইহোক, মহেশ , হারুন অথবা বিশু

গরু, মোষ , ছাগলের মাতা এই নারী

যাদের মধুর রস ও মাখন পান করেন শ্রী হরি ।

গোকূল ধামে মেতে ওঠেন খেলায় শ্রীকৃষ্ণ

রাধিকার প্রেমে মাতে কানাই ছিলো গোমাতা সাথে
পুষ্প, ঊষীষ্ণ ।

সেইসব গোমাতার মাতা সতী সুরভী

গাভী নাহলেও তিনি দুগ্ধ ফেনায় গড়া

গাঢ় কোমলতার ছবি ।

সুরভিত মা সুরভী

চুলে তাঁর রক্ত করবী

কোলে আদরের ছেলেপুলে

চতুষ্পদ সকলে তারা দুধ দেয় ঢেলে ।

তিমি

জলজ জীবের মা হলেও তিনি নিজে তিমি নন

তাঁর থেকে আবির্ভূত জলের মাছ ও জল জীবন ।

ঋষি পত্নী হলেও বুঝি মৎস্য কন্যা হবার ছিলো সাধ

তাই বুঝি মাটির পরশ গর্ভ থেকে পড়ে বাদ ।

আকাশ কুসুম কল্পনা করে করে

তরল নদী , সাগরকে তিমি গর্ভে ধরে

হয়েছেন অবিস্মরণীয়া এক মহিষী

কাশ্যপ ছিলেন যার প্রেয়স ও মনের শশী ।

বিণীতা

বিণীতা কিংবা বিণতার দুই সন্তান হয়

গরুড় ও অরুণা বুঝি নাম পায় ।

অরুণ বা অরুণা টানে সূর্যের রথ

আকাশের লাল রং তারই সংকল্প যত ।

কাটাকুটি খেলে দুই ভাই একে ওপরের সাথে

গরুড় টানে রথ, নারায়ণ ও মা লক্ষ্মী তাতে

এসব সবাই জানে কোনো নতুনত্ব নেই

বিণীতা বা বিণতা মা দুই ভাইয়ের

এটাই কেবল জানাই ।

আপন সহোদরা কদ্রুর দাবার চাল, তাকে করে নাস্তানুবুদ ;

ঈশ্বরের আশীর্বাদে হয় সে জয়ী, উল্লাসে মাতে গরুড় প্রমুখ ।

পতঙ্গী

পতঙ্গী মহিষী যিনি তার ছেলেপুলে

হল সব পাখীরা আকাশে দিলো ডানা মেলে ।

শুনে তবে মনে হয় এর শাবকেরা পতঙ্গ

কিন্তু সত্য রূঢ় , সন্তানেরা এই নারীর বিহঙ্গ ।

সুনীল আকাশে উড়ছে বিহঙ্গ , পতঙ্গী দিশেহারা

এত কেন উড়ছিস্ , ক্লান্ত মোর বাছারা ,

আয় নেমে আমার কাছে পিৎজা খাবি ?

কাশ্যপ মুণি অর্ডার দিচ্ছেন , নাকি সোজা
ডমিনোজে যাবি ?

যামিনী

যামিনী দেবী মথ ও প্রজাপতির মা

নামটি শুনলে মনে হয় কেমন চেনা চেনা

পতঙ্গী দেবী স্বচ্ছন্দে হতে পারতেন এদের মাতা

কেন যে যামিনী হলেন ছিলো তো একই পিতা

মহাজাগতিক এই রহস্য কেইবা জানে

এই নিয়ে কেউ কিছু কোরো না মনে ।

আমরা কেবল নক্ষত্র সার্ভার থেকে পেড়ে এনেছি কায়া ;

আজ শুধু বংশধর ছুঁয়ে আছে ধরিত্রী , এঁরা সব ছায়া ।

মথ মাতা যামিনী আর কাশ্যপ তাঁর শশী হে

ভাতিছে গগন মাঝে-কবিরা গাইছে যে !!

সুরশা

সুরশা নাকি খাশা আমি সঠিক না জানি

তবে যক্ষের মা ইনি এইটুকু মানি ।

যক্ষপুরীর কথা কেইবা না জানে

সুন্দর দেহ তাদের , শক্তপোক্ত মনের ।

মানুষের ক্ষতিসাধনে ব্রতী তারা নয়

কেউ কেউ হয়ত বা পা পিছলায় ।

সুরশা মা রত্নগর্ভা বলতেই হবে

সন্তানেরা খাসা

তাই বুঝি তার আরেক নাম খাশা ।

ব্যস্ত এই মা সন্তানের যশো বর্ধনে

যক্ষপুরীতে সাজ সাজ রব বসেন সব উঁচু আসনে ।

কাশ্যপ ঋষি , দক্ষ রাজার বহু কন্যাকে পত্নী রূপে গ্রহণ করলেও তাঁর আরো অনেক স্ত্রী ছিলো বলে জানা যায় । তবে আমি এই কয়েকজনের কথাই লিপিবদ্ধ করলাম ।

বাংলায় তর্জমা করতে গিয়ে নামগুলি হয়ত এদিক ওদিক হতে পারে, এরজন্য আমি আগেই ক্ষমা চেয়ে নিলাম । আমি বেদজ্ঞ পন্ডিত নই ।

আমার কাজ কবিতার কল্কা আঁকা ।

কাজেই পাঠকের আশা করি অসুবিধে হবার কথা নয় ।

প্রয়োজনে কাশ্যপ মুণি ও সপ্তর্ষি মন্ডল সম্পর্কে কোনো গ্রন্থ পড়ে নিন । আমি মোমবাতিটা জ্বালিয়ে দিলাম মাত্র । বাকিটা আপনাদের ইচ্ছে ।

তথ্যঋণ : আন্তর্জালের নানান ওয়েবপাতা ।

কৃতজ্ঞতা রইলো ।

THE END